<u>**হলুদ চাষের বিস্তারিত বিবরণী**</u>

ফসলের জাত পরিচিতি

জাতের নাম : বারি হলুদ-১

জনপ্রিয় নাম : ডিমলা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩০০

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

মোথার ওজন ১২৫-১৩০গ্রাম। প্রতি গাছে হলুদের ওজন ৪০০-৪২০ গ্রাম। হলুদের ছড়া চওড়া।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১১২ - ১২৮

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৮-৩২

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৭.২ - ৮

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : বেলে, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

খরিফ-১ (১৬ মার্চ - ১৫ জুলাই) খারিফ-২ (১৬ জুলাই থেকে ১৫ অক্টোবর)।

ফসল তোলার সময় :

লাগানোর ৩০০ দিন পর।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হলুদ-২

জনপ্রিয় নাম : সিন্দুরী

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩০০

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

মোথার ওজন ৮৫-৯০ গ্রাম। শাঁস আকর্ষনীয় গাঢ় হলুদ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮০ - ১০০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২০-২৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৭.২ - ৮

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : বেলে, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

খরিফ-১ (১৬ মার্চ - ১৫ জুলাই) খারিফ-২ (১৬ জুলাই থেকে ১৫ অক্টোবর)।

ফসল তোলার সময় :

লাগানোর ৩০০ দিন পর।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হলুদ-৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩০০

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ প্রতি মোথার সংখ্যা ৩-৪ টি (৩০-৪০ গ্রাম)। ছড়ার সংখ্যা ২০-২২ টি (২৫০-৩০০ গ্রাম)

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১১০ - ১২০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৮-৩০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৭ কেজি - ৮ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : বেলে, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

খরিফ-১ (১৬ মার্চ - ১৫ জুলাই) খারিফ-২ (১৬ জুলাই থেকে ১৫ অক্টোবর)

ফসল তোলার সময় :

লাগানোর ৩০০ দিন পর।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হলুদ-৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩০০

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ প্রতি মোথার সংখ্যা ৩-৫ টি (৫৫-৬০ গ্রাম)। ছড়ার সংখ্যা ২২-২৫ টি(৪৫০-৫৫০ গ্রাম)

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৭২ - ৮০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১৮-২০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৭ - ৮

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

খরিফ-১ (১৬ মার্চ - ১৫ জুলাই) খারিফ-২ (১৬ জুলাই থেকে ১৫ অক্টোবর)

ফসল তোলার সময় :

লাগানোর ৩০০ দিন পর।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসলের পুষ্টি মান

কাঁচা হলুদ মসলা হিসেবে ব্যবহার ছাড়াও রোগ প্রতিরধে ভুমিকা রাখে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বীজ ও বীজতলা

বর্ণনা : লাইনে বপন করলে ভাল হয়।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : বীজতলা প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই। হলুদ লাইনে বপন করলে ভাল হয়। এক্ষেত্রে লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ২০ ইঞ্চি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে ১০ ইঞ্চি।

বীজতলা পরিচর্চা : লাইনে মাটির ৫-৭ সেমি. গভীরে হলুদ বপন করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বপন/রোপণ পদ্ধতি

চাষপদ্ধতি :

বীজতলা প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই। হলুদ লাইনে বপন করলে ভাল হয়। এক্ষেত্রে লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ২০ ইঞ্চি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে ১০ ইঞ্চি। মাটির ৫-৭ সেমি. গভীরে হলুদ বপন করতে হবে।

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

মাটি ও সার ব্যবস্থাপনা

মৃত্তিকা :

পানি জমে না এমন দোআঁশ-বেলে দোআঁশ।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি :

সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় ভিডিও

ফসলের সার সুপারিশ :

সারের নাম	শতকপ্রতিসার	হেক্টর প্রতি সার
কম্পোস্ট	২০ কেজি	৫ টন
ইউরিয়া	০.৯ কেজি	২২০ কেজি
টিএসপি	০.৫ কেজি	১২৫ কেজি
পটাশ	১ কেজি	২৬০ কেজি
জিপসাম	৪০০ গ্রাম	১০০ কেজি
বোরিক এসিড	২০ গ্রাম	৫.০ কেজি।

জমি তৈরীর সময় সকল কম্পোস্ট, টিএসপি, জিপসাম ও বোরিক এসিড প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া ও পটাশ কন্দ লাগানোর যথাক্রমে ৫০, ৮০, ১১০ দিন পর সমান কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে।

অনলাইন সার সুপারিশ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সেচ ব্যবস্থাপনা

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

হলুদ লাগানোর পর বৃষ্টি হলে সেচের প্রয়োজন হয় না। তবে বৃষ্টি না হলে ও মাটিতে রসের অভাব থাকলে নালাতে সেচ দিতে হবে এবং ২-৩ ঘন্টা পর নালার অতিরিক্ত পানি বের করে দিন। বৃষ্টির পানি যেন জমতে না পারে সেজন্য পানি নিকাশের ব্যবস্থা রাখুন।

লবণাক্ত এলাকায় সেচ প্রযুক্তি :

খরার সম্ভাবনা থাকলে গাছের গোঁড়ায় পানি নিশ্চিত করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

আগাছা ব্যবস্থাপনা

আগাছার নাম : কাঁটানটে

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : বিরুৎ জাতীয় একবর্ষজীবী আগাছা। সারা বছর জন্মায়। রবি মৌসুমে বেশি।

প্রতিকারের উপায় :

গভীর চাষ দিন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : বথুয়া

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : বিরুৎ জাতীয় একবর্ষজীবী আগাছা। সারা বছর জন্মে তবে প্রধানত রবি মৌসুমের।

প্রতিকারের উপায় :

ফসলের প্রথম ৩০ দিন পর্যন্ত আগাছা মুক্ত রাখুন। গভীর চাষ দিন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : চাপড়া ঘাস

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। মে থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয়।

প্রতিকারের উপায় :

সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা বাছাই করুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : দুর্বা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। খরা সইতে পারে। এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয়। মাঝারি থেকে উঁচু জমিসহ প্রায় সবখানে আলো বা ছায়াতে এর বিচরণ।

প্রতিকারের উপায় :

সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা বাছাই করুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : শ্যামা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। মে থেকে আগস্ট মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয়।

প্রতিকারের উপায় :

সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা বাছাই করুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : মুথা / ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। জুন থেকে অক্টোবরের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয়।

প্রতিকারের উপায় :

সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা দমন করুন। চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে। প্রতি বর্গমিটারে রবি মৌসুমে ৫০-৬০ টি এবং খরিফ মৌসুমে ৪০-৫০ টি চারা রাখা উত্তম।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আবহাওয়া ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা

বাংলা মাসের নাম : শ্রাবণ

ইংরেজি মাসের নাম : জুলাই

ফসল ফলনের সময়কাল : সারা বছর

দুর্যোগের নাম : খরিফে অতিবৃষ্টি

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

পানি বের করার জন্য নালা প্রস্তত রাখুন।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার ব্যবস্থা করুন।

প্রস্তুতি : সারিতে বুনুন, যাতে জমির অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার নালা রাখুন।

তথ্যের উৎস :

জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি-কৃষিবিদ মোঃ নজরুল ইসলাম, কৃষিবিদ ডঃ আবু ওয়ালী রাগিব হাসান। দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ফসলের পোকামাকড়

পোকার নাম : হলুদের থ্রিপস পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : লম্বাটে, ধুসর, ছোট।

ক্ষতির ধরণ : কচি পাতা, ডগার রস খেয়ে দুর্বল করে ফেলে। ফুল ও কচি ফল চুষে দাগ ফেলে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ডের গোঁড়ায়

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : সব

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন-এডমায়ার অথবা ইমিটাফ অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

পরিছন্ন চাষাবাদ করুন। সুষম সার প্রয়োগ করুন। নিয়মিত ফসল পর্যবেক্ষণ।

অন্যান্য :

সাদা রঙ আকর্ষণ করে বিধায় সাদা আঠালো ফাঁদ ব্যবহার করুন। ৫ গ্রাম সাবানের গুড়া ও নিমের রস ১ লিটার হারে পানিতে গুলে স্প্রে করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : হলুদের কান্ড ছিদ্রকারী পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : ধুসর, ছোট

ক্ষতির ধরণ : পোকার ডিম থেকে বের হওয়ার পর সদ্যজাত লার্ভা আদার গাছ ছিদ্র করে ভেতরে ঢুকে এবং গাছের অভ্যন্তরীণ অংশ খায়। আক্রান্ত গাছ হলুদ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে মাইজ পাতা শুকিয়ে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : সব

ব্যবস্থাপনা :

ম্যালাথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমন-ফাইফানন ২৫ ইসি বা কিলথিয়ন ৫৭ ইসি ৫ মিলি) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

স্বাস্থ্যবান এবং রোগমুক্ত হলুদ বীজের জন্য নির্বাচন করে বপন করুন। উন্নত জাতের আদা বপন করুন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত গাছের পরিত্যক্ত অংশ সংগ্রহ করে নষ্ট করুন। ট্রাইকোডারমা ভিরিডি ৩০ গ্রাম/৫০০ গ্রাম হারে গোবরের সাথে মিশিয়ে মাটিতে প্রয়োগ করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসলের রোগ

রোগের নাম : হলুদের কন্দপচা রোগ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এর ফলে কন্দ পচে যায়, গাছ হলুদ থেকে লালচে হয়ে মারা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ডের গোঁড়ায়

ব্যবস্থাপনা :

রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

রোগমুক্ত বপন করুন। রোগমুক্ত গাছ থেকে কন্দ সংগ্রহ করুন। কাঁচা গোবর পানিতে গুলে কন্দ শোধন করে ছায়ায় শুকিয়ে ব্যবহার করুন

অন্যান্য :

আক্রান্ত গাছের পরিত্যক্ত অংশ সংগ্রহ করে নষ্ট করুন। ট্রাইকোডারমা ভিড়িডি ৩০ গ্রাম /৫০০ গ্রাম হারে গোবরের সাথে মিশিয়ে মাটিতে প্রয়োগ করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : হলুদের পাতার দাগ রোগ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এ রোগে পাতায় বৈশিষ্টপূর্ণ দাগ দেখা যায়। দাগের কেন্দ্র বাদামি বা সাদাটে এবং কিনারা কালচে ও হলুদ।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

রোগের আক্রমণ বেশি হলে টেবুকোনাজল+ট্রাইফ্লক্সিস্ট্রবিন জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন-৫ গ্রাম নাটিভো) অথবা প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন-টিল্ট ৫ মিলি/ ১ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

সুস্থ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা। সুষম সার ব্যবহার করা।

অন্যান্য :

আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন। আক্রান্ত পাতা ও ডগা অপসারণ করে মাটিতে পুতে ফেলা বা পুড়িয়ে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ফসল তোলা : হলুদ রোপনের ৯-১০ মাস পর পাতা শুকিয়ে গেলে সংগ্রহ করতে হয়।

সংরক্ষণ : হলুদ উঠানোর পর বড় আকারের বীজ কন্দ ছায়াযুক্ত স্থানে বা ঘরের মেঝেতে বা মাটির নিচে গর্ত করে গর্তের নিচে বালির ৫ সেন্টিমিটার/২ ইঞ্চি পুরু স্তর করে তার উপর আদা রাখার পর বালি দিয়ে ঢেকে দিন। পরে খড় বিছিয়ে দিয়ে ঢেকে দিন। এতে হলুদের গুনাগুন এবং ওজন ভাল থাকে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ

বীজ সংরক্ষণ:

হলুদ উঠানোর পর বড় আকারের বীজ কন্দ ছায়াযুক্ত স্থানে বা ঘরের মেঝেতে বা মাটির নিচে গর্ত করে গর্তের নিচে বালির ৫ সেন্টিমিটার/২ ইঞ্চি পুরু স্তর করে তার উপর আদা রাখার পর বালি দিয়ে ঢেকে দিন। পরে খড় বিছিয়ে দিয়ে ঢেকে দিন। এতে হলুদের গুনাগুন এবং ওজন ভাল থাকে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কৃষি উপকরণ

বীজপ্রাপ্তি স্থান :

হলুদ উৎপাদন কারী চাষি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরই(ডিএই) এর প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর আঞ্চলিক কেন্দ্র।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সার বিক্রয় কেন্দ্র। সরকার অনুমোদিত সার ডিলার। গোবর/জৈব সার প্রাপ্তি সাপেক্ষে। বালাইনাশক স্থানীয় বাজারে পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

সার ডিলার এর বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

খামার যন্ত্রপাতি

যন্ত্রের নাম : শক্তিচালিত হলুদ পলিসার মেশিন

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

যন্ত্রটি একটি ছায়ামুক্ত সমতল ও খোলা জায়গায় বসান। হলুদ পলিসের আগে পরিমান মতন সিদ্ধ করে ভালোভাবে শুকিয়ে নিন। যন্ত্র ব্যবহারের দিন সকালের রোদে পুণরায় শুকিয়ে হালকা গরম করে নিলে মাড়াই ক্ষমতা ও গুনগতমান বৃদ্ধি পায়। প্রথমে ষড়ভুজাকৃতির ড্রামে ৩০ কেজি হলুদ ঝুড়ি দ্বারা ঢেলে দরজা ভাল করে বন্ধ করে দিতে হবে। তারের সাহায্য বৈদ্যুতিক লাইনে মোটরকে সংযোগ দিন। সুইচ অন করলে মোটরটি চালু হবে এবং ড্রামটি ঘুরতে থাকবে। ড্রামের ঘূর্ননের সময় ভিতরকার খাঁজকাটা অংশের দ্বারা হলুদের বহিরাংশের চামড়া

ও ময়লা পরিষ্কার হয়ে যায়। ড্রামের ফাঁকা অংশ দিয়ে ময়লা নিচে পড়তে থাকে। আনুমানিক ২০ মিনিটে এক ব্যাচের হলুদ পলিস হয়ে যায়। পলিসকৃত হলুদকে ড্রামের দরজা খুলে বের করে এনে পুনরায় নতুন ব্যাচে ৩০ কেজি হলুদ ড্রামে প্রবেশ করাতে হয়।

যন্ত্রের ক্ষমতা : ৬৫-৯০ কেজি/ঘন্টা

যন্ত্রের উপকারিতা :

শক্তিচালিত হলুদ প্রক্রিয়াজাতকরন মেশিন।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত লৌহ সামগ্রী দিয়ে তৈরি করা যায়। মাত্র ০.৫ অশ্বশক্তির বৈদ্যুতিক মোটর দ্বারা চালানো সম্ভব। একজন মানুষ অতিসহজেই এ যন্ত্র চালাতে পারে। রৌদ্র তাপে শুকিয়ে গরম অবস্থায় পলিস করলে ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও গুনাগুন ভাল হয়।

রক্ষণাবেক্ষণ : যন্ত্রটি প্রতিবার ব্যবহারের পর অবশ্যই ভালভাবে পরিষ্কার করে ঘূর্নায়মান অংশে প্রয়োজনীয় পিচ্ছিলকারক দিয়ে নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রতিক্ষন ওয়েবসাইট, ২১-০২-২০১৮।

বাজারজাতকরণ

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

ভ্যান গাড়ি, ট্রলি, ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান।

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

বাশের খাঁচায়; উপরে চটের ঢাকনা দিয়ে ঝুড়ির সাথে সেলাই করে; চটের বস্তায়।

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

বাঁশের ঝুড়িতে করে মাথায়, ভারে করে কাঁধে, রিক্সায়, নৌকায় করে স্থানীয় হাট বাজারে।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

গ্রেডিং/বাছাইয়ের পরে প্যাকেটজাত করে।

ফসল বাজারজাতকরনের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।